ব্লাস্ট রোগ

রোগ পরিচিতি

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত অন্যতম রোগ। এ রোগটি সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমে বেশী হয়ে থাকে। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় এ রোগটি দেখা যায়। এটি পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও শিষ ব্লাস্ট নামে পরিচিত।

রোগের গুরুত্ব

অনুকুল অবস্থায় রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। রোগপ্রবণ জাতে রোগটি শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যায়।

পাতা ব্লাস্ট

গিটব্লাস্ট

শীষ ব্লাস্ট

রোগের কারণ

এ রোগ *Pyricularia oryzae* নামক ছত্রাক দ্বারা হয়।

রোগ চেনার উপায়

ব্লাস্ট রোগটি ধানের পাতা, গিঁট, শিষের গোড়া বা শাখা প্রশাখা এবং বীজে আক্রমণ করে থাকে।

পাতা ব্লাস্টঃ আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামি রং ধারন করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত, একাধিক দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পুরো পাতা, এমনকি পুরো গাছটিই মারা যেতে পারে।

গিঁট ব্লাস্টঃ গিঁট আক্রান্ত হলে আক্রান্তস্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয়ে যায়না। এ অবস্থায় আক্রান্ত গিঁটের উপরের অংশ মারা যায়।

শিষ ব্লাস্টঃ শিষের গোড়া আক্রান্ত হলে সেখানে কালচে বাদামি দাগ পড়ে। শিষের গোড়া বা যেকোন শাখা অথবা ধান আক্রান্ত হতে পারে। শিষের গোড়ায় আক্রমণের ফলে সে অংশ পঁচে যায় । ধানে ফুল আসার পরপরই আক্রমণ হলে শিষের সব ধান চিটা হয়ে যায়। দুধ অবস্থা বা তার পরে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থানে শীষ ভেঙ্গে পড়ে।

ব্লাস্ট রোগ

কখন এবং কোন অবস্থায় রোগ বেশি হয়

হালকা বুনটের মাটি যার পানি ধারন ক্ষমতা কম সেখানে এ রোগ বেশি হয়।গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, রাতে ঠান্ডা ও দিনেগরম এবংদীর্ঘ সময় পাতায় শিশির জমে থাকলে রোগ বিস্তারে সহায়ক হয়। অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার এ রোগের মাত্রা বৃদ্ধি করে। রোগাক্রান্ত বীজও এ রোগের জন্য দায়ী।

রোগ দমনে করণীয়

রোগ হওয়ার আগে করণীয়ঃ

- ✓ মাটিতে জৈব সার ব্যবহার করা।
- ✓ সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা, বিশেষত ইউরিয়া সার সঠিক মাত্রায় তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করা।
- ✓ সুস্থ বীজ ব্যবহার।
- ✓ শীষ ব্লাস্ট প্রতিরোধে সুগন্ধী, লবণ সহনশীল, হাইব্রিডও স্পর্শকাতর ধানের ক্ষেত্রে থোড় থেকে ফুল আসা অবস্থায় ছত্রাকনাশক (নেটিভো৭৫ডব্লিউজি ০.৬ গ্রাম/লিটার) আগাম প্রয়োগ করতে হবে।
- ✓ আমন অথবা বোরো মৌসুমে ধানের ফুল আসা পর্যায়ে (রোগের অনুকুল অবস্থায়) বৃষ্টি হলে সাথে সাথে শীষ ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধে আগাম ছত্রাকনাশক (নেটিভো৭৫ডব্লিউজি ০.৬ গ্রাম/লিটার) প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ হওয়ার পরে করণীয়ঃ

- ✓ ধানের বৃদ্ধি পর্যায়ে রোগের লক্ষণ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- ✓ জমিতে পানি না থাকলে পানি দেয়া।
- ✓ আবহাওয়া অনূকুল হলে ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রুপার ৭৫ডব্লিউপি (১ গ্রাম/লিটার), নেটিভো ৭৫ডব্লিউজি (০.৬ গ্রাম/লিটার), নামক ছত্রাকনাশক সাত দিনের ব্যবধানে দুবার প্রয়োগ করতে হবে।